দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... SEP 5 1999
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৬

ডঃ একেএম আব্দুল কাদের
*অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, কেমিকৌশল বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা*

# বুয়েট প্রকৌশল শিক্ষার উৎকর্ষ নিয়ে টিকে থাকতে পারবে কি?

দুই দশকেরও অধিক সময় ধরে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) দেশের অন্য সব শিক্ষাঙ্গন থেকে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য নিয়ে জ্ঞানচর্চার উৎকর্ষতার লক্ষ্যের ঐতিহ্য এবং শিক্ষার মান ও শৃঙ্খলারক্ষার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এটা বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রের শ্লাঘার একটি উজ্জ্বল ইনস্টিটিউশন। দেশব্যাপী শিক্ষাঙ্গনে নিয়মশৃঙ্খলার সার্বিক ধসের প্রেক্ষিতে বুয়েট ক্যাম্পাসেও বার বার হাতেগোনা ক'জন ছাত্র নানা অজুহাতে শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত করেছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রী নীরব দর্শক থেকেছে। বুয়েট নিজস্ব ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করে। যারা বুয়েটে ভর্তি হয় এদের সবাই বিশ্বাস করে বুয়েটের শিক্ষাক্রমের জন্য উপযুক্ত না হলেও এরা একদিন বুয়েটের তিলক নিয়ে বেরুবে। ষাট দশকের বুয়েটের ছাত্র এবং দু'যুগের অধিক অধ্যাপনার অভিজ্ঞতার আলোকে আমার কাছে মনে হয়েছে, বুয়েটে ভর্তি প্রাপ্ত কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বুয়েটের লেখাপড়া নয়। এরা এখানকার শিক্ষাক্রমের তাগিদ ও নিয়ম শৃঙ্খলার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ।

বুয়েটের গরিষ্ঠসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর স্কুল কলেজের শিক্ষা ও প্রস্তুতি অসম্পূর্ণ। এরা প্রাইভেট টিউটর ও তাদের তৈরি নোটের কাছে আত্মসমর্পণকেই মনে করেছে– এটাই শিক্ষালাভের চাবিকাঠি। এসব বস্তাপচা নোট মুখস্ত করে পরীক্ষার খাতায় উত্তর লিখে বোর্ডের মেধা তালিকায় নাম লিখিয়েছে অথবা গণ্ডা গণ্ডা লেটার নিয়ে বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। পরীক্ষায় অনেক নম্বর পেতে হবে বা মেধা তালিকায় নাম লেখাতে হবে– এই যে এক ভয়ানক স্ববিনাশী প্রতিযোগিতায় এরা নেমে এদের স্বকীয়তা, সৃজনশীলতা এবং জ্ঞানচর্চার প্রতি যে স্বাভাবিক অদম্য আগ্রহ– তা তারা দুঃখজনকভাবে ধ্বংস করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এরা লেখাপড়ায় উদ্যোগী ও আগ্রহী থাকছে না। এরা নিজ থেকে নিয়মিত লেখাপড়া করাসহ আনুষঙ্গিক চাপ ও কঠিন পরিশ্রমবিমুখ। তৈরি নোট মুখস্ত করা আর নিজে পড়াশোনার মধ্যে যে বিস্তর ব্যবধান এরা বুয়েটে এসেই প্রথম তা অনুধাবন করে। এটা এদের অনেকের জন্য একটা নতুন সংস্কৃতি।

বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান চর্চা ও প্রসারের ধারক ও বাহক। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এই প্রয়াসে সমান অংশীদার এবং উদ্দেশ্য স্ব স্ব নিষ্ঠা, প্রচেষ্টা সৃজনশীল চিন্তা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবে। স্কুল ও কলেজের ন্যায় তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তকনির্ভর লেখাপড়াটা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অচল। ছাত্রছাত্রীদের একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বুঝতে অক্ষম, বইতে যা ছাপা আছে বা ক্লাসরুমে অধ্যাপক যা বলছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের পর তা গ্রহণ করতে হবে। অধ্যাপকের উপস্থাপনা বা বইয়ের লেখা বেদ-বাইবেল-কোরানের বাক্যের মতো অকাট্য সঠিক বলে গ্রহণ করা যাবে না– এটাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য চ্যালেঞ্জ। এরা এটা গ্রহণে বিমুখ। এটাই এনেছে আমাদের শিক্ষা, চিন্তা ও সৃজনশীলতায় স্বাভাবিক বন্ধ্যাত্ব। এদের মধ্যে আবার বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী রয়েছে যাদের রেমঠফণব্‌,মফশধভথ কল্লার মননশীলতা ও ধৈর্য নেই– যে গুণটি প্রকৌশল-বিজ্ঞান-চিকিৎসা-স্থাপত্য ধরনের পেশাসংশ্লিষ্ট শিক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, এদের অনেকে টেক্সট বুক পড়তে অনভ্যস্ত এবং লাইব্রেরীর ধারেকাছে যায় না। এরা সিনিয়র ছাত্র-ছাত্রীদের নোট ফটোকপিতে ব্যস্ত। কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী এক সেট নোটের জন্য পাঁচ সাত হাজার টাকা খরচ করে। এই নোট পড়ে পরীক্ষা দিয়ে চল্লিশ পার্সেন্ট পেয়ে পাশ করা সম্ভব হলেও শিক্ষাগ্রহণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবেই। এরাই অপেক্ষা করে পরীক্ষা প্রস্তুতি দু'সপ্তাহের ছুটির জন্য। যখন ছুটি এসে যায় তখন এদের সংবিৎ হয় পরীক্ষার জন্য তাদের প্রস্তুতি নৈরাশ্যজনক। এর পর শুরু হয় ছাত্রনেতা নেত্রীদের কাছে ধরনা, পরীক্ষা বন্ধ করতে হবে যে কোন প্রক্রিয়ায়। বুয়েটের এই হাল গত দু' দশক ধরে চলছে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বুয়েটের অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশের পেশাগত টর্যধলঢণ এবং যোগ্যতার অভাবে একটি পেশাজীবী লোকবলের সদস্য-সদস্যা হবার অনুপযুক্ত। এটা উল্লেখ করা আবশ্যক যে বুয়েটের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী স্কুল ও কলেজ জীবনে এদের ক্লাসের প্রথম/দ্বিতীয় ইত্যাদি হয়েছে এবং বুয়েটের একটি ক্লাসে এদের মধ্যে একজন প্রথম হয় এবং একজনকে অনেক নিচে নেমে আসতে হয়। এই বাস্তবতা অনেককে লেখাপড়াবিমুখ করছে এবং এর জন্য এরা প্রস্তুত না থাকায় হঠাৎ করে ভয়ানক মানসিক বিপাকে পড়ে যায়। এরা ভুলে যায় এদের প্রত্যেককেই নিজের দক্ষতা, নিষ্ঠা, সৃজনশীলতা, কঠোর পরিশ্রম এবং অনুশীলনের মাধ্যমে একজন প্রকৌশলী বা পরিকল্পনাবিদ হতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা এদের প্রচেষ্টায় সাহায্য করবেন এটাই বাঞ্ছনীয়। বর্তমান নিয়মে চিহ্নিত অনুপযুক্ত ছাত্রছাত্রীকে বুয়েট থেকে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। আমি নিজে উপলব্ধি করা সত্ত্বেও কোন ছাত্রছাত্রীকে বলতে পারি না প্রকৌশল শিক্ষার পরিবর্তে অন্য ধরনের শিক্ষা তোমার জন্য মঙ্গলকর। একজন ছাত্রছাত্রী এবং এর অভিভাবককে বুঝতে হবে প্রকৌশল-স্থাপত্য ছাড়াও অধিকতর উত্তম পেশা রয়েছে।

গত ২৫-২৬ এপ্রিলের রাত্রিতে বুয়েট ক্যাম্পাসে সংঘটিত সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ইতোমধ্যে জাতীয় দৈনিক এবং সাপ্তাহিকসমূহে সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছে। আলোচনা ও বিশ্লেষণে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের স্বরূপ আড়ালে থেকে গেছে। বুয়েটের ছাত্র নেতৃত্ব গত দু'যুগেরও বেশি সময় ধরে ছাত্র হিসাবে দুর্বল ছাত্রদের হাতে চলে গেছে। এরা বুয়েটের শিক্ষাক্রম এবং নিজেদের পড়াশোনায় অনাগ্রহী। এটা জানতে হলে এদের গ্রেডস, ট্রান্সক্রিপট ও ছাত্রত্বের আয়ুষ্কাল দেখলেই চলবে। বুয়েটের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে নির্বাচিত ছাত্র নেতৃবৃন্দ (ইউকসু) ও ছাত্র সংগঠনের নেতারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইন্ধন যুগিয়েছে। পরীক্ষায় impersonation-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে শাস্তি প্রদানের বিরুদ্ধে এদের সকলের অবস্থান এবং শাস্তি মওকুফের দাবি পরবর্তীতে নজিরবিহীন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্ম দেয়। এরা হতে চায় বুয়েটের একাডেমিক কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রক। ২৬ এপ্রিলের রাত্রিতে এই ছাত্রনেতাদের মুখোমুখি যারা হয়েছেন তাদের সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, এরাই শিক্ষকদের আবাসিক এলাকা এবং বুয়েট ক্যাম্পাসের সহিংসতায় নেতৃত্ব দিয়েছে। এদের আচরণে ঘৃণার উদ্রেক হয়, এরা সহিংস ঘটনার অংশীদার। এই ছাত্রনেতারা বুয়েটের শিক্ষাক্রমের উৎকর্ষতা ও নিয়মনীতিতে বিশ্বাস করে না এবং এরা মূল্যবোধহীন কঙ্কাল। ২৬ এপ্রিলের রাত্রিতে সংঘটিত সহিংসতার পর উপাচার্যের অফিসে সাতাশ তারিখ দুপুর একটার দিকে ইউকসু নেতৃবৃন্দসহ অন্যান্য দলীয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দের যে রূপ প্রত্যক্ষ করেছি তাতে আমার মনে হয়নি– ঘৃণ্য সহিংসতার জন্য এরা আদৌ দুঃখিত বা লজ্জিত হয়েছে। এরা উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিল। এদের আসল মুখোশ বেরিয়ে পড়ে যখন এরা উপাচার্যের কাছে সকল ছাত্রছাত্রীর পক্ষ হতে দাবি পেশ করল জালিয়াতির শাস্তি তুলে নিতে হবে; ২৫-২৬ এপ্রিলের সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িতদের শাস্তি দেয়া যাবে না; এবং জালিয়াতিটি যে শিক্ষক ধরেছেন তাকে অপসারণ করতে হবে।

অসমাপ্ত